সংবাদ

তারিখ 24 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

প্রশ্নপত্র ফাঁস শিক্ষার সর্বনাশ

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

লিখতে শুরু করে জানতে পেলাম ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৬ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। ওদের কাছ থেকে ৫টি অ্যান্টি-জ্যামার ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ৫টি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ব্লুটুথ ইয়ারফোন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাজে ব্যবহৃত সিমসহ ১১টি মোবাইল ফোন সেট, অতিরিক্ত দুটি সিমকার্ড, ১টি হেডফোন ও ৩টি পেনড্রাইভ পাওয়া গেছে। অসদুপায়ে ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীরা জনপ্রতি ১ লাখ টাকার বিনিময়ে চক্রের দেয়া অ্যান্টি-জ্যামার ইলেকট্রনিক ডিভাইস শরীরে বহন করে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ব্লুটুথ ইনডাকশন কানে দিয়ে মোবাইল ফোন কলের মতো বাইরে ফাঁস করে দিত। আর বাইরে থেকে চক্রের সদস্যরা প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থীদের সরবরাহ করত। কিন্তু এর আগেই চক্রটি গ্রফতার হওয়ায় প্রশ্ন ফাঁস হতে পারেনি বলে দাবি পুলিশ কর্তৃপক্ষের। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে থাকলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতা যাচাইয়ের পুরো প্রক্রিয়াটি প্রহসনে পরিণত হবে। এভাবেই প্রায় প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। বিসিএস, পিএসসি, কলেজে-ভার্সিটিতে "ভর্তি পরীক্ষা, ব্যাংক বা অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষায় হরদম প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। বেশি আগে না হোক নিদেনপক্ষে পরীক্ষার আগের প্রশ্নপত্র পৌঁছে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের হাতে। চড়ামূল্যে এসব প্রশ্নপত্র বিক্রি করে এক শ্রেণীর অসাধু চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে সচেতন মহলে। কী লাভ এ ধরনের পরীক্ষা নিয়ে? এ তো শিক্ষার নামে এক ধরনের বাণিজ্য, প্রহসন!

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পৃক্ততার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার নজির রয়েছে। সম্প্রতি রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে আবারও ভর্তি পরীক্ষায় সম্পৃক্ত করার মতো ঘটনা ঘটলে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় জালিয়াতি বন্ধ হবে কিভাবে? কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার রয়েছে এন্তার অভিযোগ। পরীক্ষা শুরুর আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র, কখনো সম্পূর্ণ কখনো বা আংশিক। আগে হাতে লেখা বা ছাপানো অবস্থায় এসব প্রশ্নপত্র চড়ামূল্যে শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি হতো। এখন তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নপত্র বিপণন সহজ হয়ে গেছে। মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র অতি সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছে। একসময় পরীক্ষার হলে বইয়ের পাতা কেটে, উত্তর কাগজে লিখে নকল করা হতো। এ ধরনের নকল মহামারী রূপ ধারণ করেছিল। পরীক্ষা শেষে কেন্দ্রের বাইরে দেখা যেত ছেঁড়া বই, টুকরো কাগজের স্তূপ। এ ধরনের নকলের ব্যাপক প্রবণতা বন্ধে শিক্ষকরা হিমশিম খেতেন। এখন তা প্রায় বন্ধ হয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকে নকল চালু হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হল থেকে পরীক্ষার শুরুতেই বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সময়মতো সঠিক উত্তরটিও পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ উৎকর্ষের বদৌলতে। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের বদৌলতে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সেইসব প্রশ্নপত্রের সমাধানও তাদের নিজস্ব লিংকে, ভুয়া ফেসবুক আইডি ও মেসেঞ্জের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যারা তাদের ওই লিংকে থাকেন, তারা বিকাশে এক থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেখানে আগে থেকেই যুক্ত হন। গত এসএসসির গণিত পরীক্ষার একদিন আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে।

চলতি বছরের এসএসসিতে বিভিন্ন পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যা পরদিন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এমনকি গ্রেফতারকৃত চক্রের হাতে পাওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ইংরেজি প্রশ্নপত্রের মিল খুঁজে পাওয়া পায়। প্রশ্নপত্র কিভাবে ফাঁস হয়েছে এর জবাব খুঁজতে গিয়ে কোনও সদুত্তর না পাওয়া গেলেও প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তিনটি মাধ্যমের যে কোনও একটি মাধ্যম দায়ী থাকতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রথমত যারা প্রশ্নপত্র প্রণয়নে করেন, দ্বিতীয়ত প্রশ্নপত্র মুদ্রণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিজি প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সর্বশেষ প্রশ্নপত্র বিভিন্ন জেলার কেন্দ্রে পাঠানোর সময় কোনও অসাধু চক্রের মাধ্যমে। এর পেছনে যে এক বিশাল সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করছে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের নজির নেই। অর্থবিত্তশীল পরিবারের ছেলেমেয়েরা এসব প্রশ্নের উত্তর রাত জেগে আউড়িয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে উগরে দেয়। ফলাফলও ভালো করে। কিন্তু শিক্ষালাভ, বিদ্যার্জন এসবের দিকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট মহলের নজর রয়েছে বলে মনে হয় না। দেশে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সেভাবে গড়ে উঠছে না। মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভালো পাবলিক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি নামসর্বস্ব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়ছে রাজধানীসহ দেশের নানা অংশে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। এখানে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। আর এ ধরনের সনদ নিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠী বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে জীবন কাটায়।

আজকাল উত্তরপত্রের মান বিচারে শিক্ষকের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমনকি বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাস করিয়ে, জিপিএ-৫ পাইয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। সত্যিকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা সাধারণত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফাঁদে পা দেয় না। তারা আশানুরূপ ফলাফলও করতে পারছে না। বিত্তহীন শিক্ষার্থীদের এসব ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র কিনে নেয়ার সামর্থ্য না থাকায় তারাও পরীক্ষার ফলাফলে পিছিয়ে পড়ে। কাজেই পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ের ব্যাপারটি হচ্ছে উপেক্ষিত। দিন দিন শিক্ষার মানও নেমে যাচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কিছু শিক্ষকের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে দাবিও করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। পরীক্ষার দিন সকালে শিক্ষকের হাতে প্রশ্ন আসার পর তা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। যারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পড়াবেন, উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের সৎ মানসিকতার ভিত রচনা করবেন তারা এ প্রক্রিয়ায় না গিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিচ্ছে তাদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কোচিং সেন্টারের শিক্ষকের সম্পৃক্ততা বহু আগে থেকেই প্রমাণিত। দেশে বর্তমানে প্রায় পৌনে ২ লাখ কোচিং-সেন্টার রয়েছে। অনেক শিক্ষক বাসায় নিয়মিত ব্যাচ করে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ান। কোচিং বাণিজ্য থেকে অবৈধভাবে বছরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা আয় হয়। কোচিং সেন্টারে লেখাপড়ার মতো যন্ত্র-নির্ভর ব্যবস্থায় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা, জিপিএ-৫ পাওয়া সহজ হয়ে গেছে। কোচিং সেন্টার-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত গাঁয়ের কোনো স্কুলের কৃষক-শ্রমিকের সন্তানের পক্ষে খুব একটা ভালো ফলাফল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। শহরকেন্দ্রিক লেখাপড়া ধীরে ধীরে বিত্তশালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। তাই রাজধানীর স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মফঃস্বল শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

ভর্তি পরীক্ষা ও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে– পরীক্ষার সময় ও আগে কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন; ছাপানো, বিতরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে জড়িতদের গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখাসহ আরও কিছু কর্মপরিকল্পনা। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মনোভাব জাগ্রত না হলে এবং অভিভাবকদের মনে তাদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা দৃঢ় প্রত্যয় জাগরুক না হলে কোন পদক্ষেপই প্রশ্নপত্র ফাঁস সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। দেশের শিক্ষা মানোন্নয়নে যে কোন মূল্যে এখনই প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে হবে। ভেঙে দিতে হবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সব সিন্ডিকেট। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার বিকল্প নেই। কোচিং বাণিজ্যকে সমূলে বিনাশ ভিন্ন দেশে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে না। পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোচিং সম্পূর্ণ বন্ধ করতে প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে শিক্ষকদের কৌশলী হতে হবে। সারা দেশের শিক্ষার মানের সমতা বজায় রাখতে মফঃস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষায়তনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, উচ্চ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা নিয়মিত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে জোর তৎপরতা চালাতে হবে। সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি মা-বাবা, অভিভাবকের হতে হবে যত্নশীল। সন্তান সুশিক্ষায় গড়ে না উঠলে জীবনের সব অর্জন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারা যেন সন্তানকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে ছোটা থেকে বিরত রাখেন। সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশার প্রতি সর্বস্তরের শিক্ষকদের হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষার্থীর মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। শিক্ষকরা যেন কোন ভাবেই শিক্ষার্থীদের নকল করা বা ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে উত্তরদানে উৎসাহিত না করেন। নির্লোভ, যোগ্যতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু পাঠদান নিশ্চিত করতে পারলে কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ হবে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রবণতাও থাকবে না। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানো যাবে।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও গল্পকার]